ভোরের কাগজ

NOV 1 2 200

সিলেটে ছাত্রদলের কমিটি গঠন নিয়ে ফের কোন্দল

খতিয়ারউদ্দিন, সিলেট থেকে : সিলেট জেলা মহানগর াত্রদলের সম্মেলন ও কমিটি গঠন নিয়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দল াবারও তীব্র হয়ে উঠেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বড়ো ধরনের ংঘর্ষের আশঙ্কা না থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ দুটি পরস্পরের বরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়িতে নেমে পড়েছে। ছাত্রদলের এই দ্বন্দ্ব কান্দলের কারণে সিলেটে শাসকদল বিএনপির ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন চ্ছে।

তীব্র কোন্দল ও হানাহানির প্রেক্ষাপটে গত ২ নভেম্বর সিলেট জলা ও মহানগর ছাত্রদলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন ত্তর কাউন্সিলে জনৈক কাউন্সিলর ২ বার ভোট দেওয়ার চেষ্টা রলে বিক্ষুব্ধ একটি অংশ এর প্রতিবাদ জানায়। এ নিয়ে তীব্র হট্টগোল শুরু হলে এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ অংশটি স্লোগান দিতে দিতে কাউন্সিল অনুষ্ঠান বর্জন করে চলে যায়। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক শাহবুদ্দিন লাল্টু কমিটি ঘোষণা না করেই ঢাকায় ফিরে ান।

এদিকে সম্মেলনের ৫ দিন পর গত ৭ নভেম্বর কেন্দ্র থেকে জলা ও মহানগর ছাত্রদলের শুধুমাত্র সভাপতি ও সাধারণ ম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয়। এতে জেলা কমিটিতে ভাপতি পদে এমরান আহমদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক পদে নয়দ সাদেক মাহবুব এবং মহানগর কমিটিতে সভাপতি পদে য়াউল গণি, আরেফিন জিল্লুর ও সাধারণ সম্পাদক পদে নূরুল ালম সিদ্দিকী খালেদের নাম ঘোষণা করা হয়।

ছাত্রদল সূত্র জানায়, দুটি কমিটির মূল ৪টি পদে যে ৪ জন ত্রনেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা জেলা বিএনপির ভাপতি এম এ হকের সমর্থনপুষ্ট নিজাম গ্রুপ ও জেলা বিএনপির াধারণ সম্পাদক আরিফুল হক চৌধুরীর সমর্থনপুষ্ট পুরান লেন ্রপের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জেলা বিএনপির বহিস্কৃত সাংগঠনিক ম্পাদক শামসুজ্জামান জামানের সমর্থক শিবগঞ্জ মীরাবাজার গ্রুপ বং জেলা ছাত্রদলের বহিস্কৃত সহসভাপতি কামরুল হাসান শাহীনের সমর্থক শাহী ঈদগাহ গ্রুপের কোনো নেতাকে গুরুত্বপূর্ণ ৪টি পদে স্থান দেওয়া হয়নি। এতে স্বভাবতই গ্রুপ দুটির নেতাকর্মীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

এদিকে শাহীন গ্রুপকে কমিটিতে স্থান না দেওয়া হলেও ভবিষ্যতে ছাত্ররাজনীতি না করার শর্তে শাহীনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, কাউন্সিল অধিবেশনে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে জেলা ও মহানগর ছাত্রদলের ৩ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এরা হচ্ছেন মিফতাহ সিদ্দিকী, আব্দুল আহামদ খান জামাল ও জহির হোসেন তুহিন।

একপেশে কমিটি গঠন ও ৩ নেতাকে বহিষ্কারের ঘটনায় ছাত্রদলের কাউন্সিল অধিবেশন বর্জনকারী অংশ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এই অংশের সমর্থক জেলা, শহর ও বিভিন্ন শাখা কমিটির ১০৯ জন নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, বিবাহিত, অছাত্র, টেন্ডারবাজ, ছিনতাইকারীদের নিয়ে জেলা ও মহানগর ছাত্রদলের কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির যে ৪ জনকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে এরা স্বর্ণ চোরাচালান, হুণ্ডির টাকা ছিনতাই, টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত। পক্ষান্তরে যাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে তারা সকলেই দলের প্রতি নিবেদিত প্রাণ মেধাবী ছাত্রনেতা। বিবৃতিদাতারা সিলেট জেলা ও মহানগর ছাত্রদলের ঘোষিত কমিটি বাতিল এবং ৩ জনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। অপরদিকে বিভিন্ন শাখা কমিটির ৭১ জন নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে নবগঠিত জেলা ও মহানগর কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কমিটি গঠনের বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি শুরু হওয়ায় সিলেটে ছাত্রদলের পুরোনো দ্বন্দ্ব আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর এ দ্বন্দ্বে কলকাঠি নাড়ছেন ছাত্রদল ও বিএনপির জেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতারা পর্যন্ত।